যুগান্তর

তারিখ ... 29 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৫ ......

একশ' মাদ্রাসায় চালু হচ্ছে ভোকেশনাল কোর্স

বিএম জাহাঙ্গীর

বেকার সমস্যা দূরীকরণসহ কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবে। পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫টি বিষয়ে কারিগরি শাখাও খোলা হবে। এছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনতে প্রাথমিকভাবে দেশের একশ'টি দাখিল মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হবে। অপরদিকে ডিসিদের কাছ থেকে বিস্তারিত রিপোর্ট আসার পর দেশের কওমি মাদ্রাসাগুলোকেও কর্মমুখী ও সাধারণ

কোর্স : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

কোর্স : হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশের আর্থ-সামাজিক ও বিশাল যুবগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী করতে চায়। দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সরকার সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বেকারত্ব, দরিদ্রতা, অনগ্রসরতা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে প্রতিটি জেলা থেকে অধিকতর কম অগ্রসর একটি উপজেলায় এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। জমি কেনা, ভবন নির্মাণ, মেশিনারিজ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক সব ব্যয় মিলে প্রতিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সর্বোচ্চ ৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী অর্থবছরে এ প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি স্কুল স্থাপন করতে গেলে কৃষি জমিসহ অর্থের অপচয় হবে। এ কারণে উপজেলায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সম্প্রসারণ করে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা সম্ভব, সেখানে কারিগরি শিক্ষা কোর্স খোলা হবে। কারিগরি শিক্ষার বিষয় বাছাই করতে শিগগির ঢাকায় একটি কর্মশালার আয়োজন করা হবে। সেখানে জনশক্তি রফতানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষ ব্যক্তিসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মতামত নেয়া হবে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলতে উদ্যোগ নিচ্ছে। কওমি মাদ্রাসার সংখ্যাসহ বিস্তারিত তথ্য চেয়ে ইতিমধ্যে ডিসিদের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত এক সপ্তাহে মাত্র কয়েক জেলা থেকে রিপোর্ট এসেছে। সব জেলা থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর তা সমন্বয় করে ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। এরপর কওমি মাদ্রাসার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সূত্র জানিয়েছে, কওমি মাদ্রাসাগুলোতে কারিগরি শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়া হবে। ফলে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে চাকরির বাইরে কওমি মাদ্রাসার ছাত্ররা দেশ-বিদেশে নানামুখী চাকরির সুযোগ পাবে। এর আগে দেশের একশ'টি দাখিল মাদ্রাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বাছাইকৃত মাদ্রাসাগুলোতে নিয়মিত সিলেবাসের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেয়া হবে।